আজকের কাগজ

৫।

15 JUL 1992
তারিখ
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

১২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বাড়লেও বাড়েনি শিক্ষক ।। শিক্ষার মান কমছে

নজমুল কবির শিপন : গত কয়েক বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়লেও শিক্ষক সংখ্যা বাড়েনি। একজন শিক্ষকের দায়িত্বের চাপ বেড়েছে। বাড়েনি তার সুযোগ-সুবিধা। ফলে দায়িত্ব পালনে দীর্ঘসূত্রিতা বা অবহেলা দেখা দিচ্ছে।

গত বছর অক্টোবর মাসের হিসেব অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭টি অনুষদের ৩৮টি বিভাগ ও ৭টি ইনস্টিটিউটে সর্বমোট ৯শ' ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়াও সংখ্যাতিরিক্ত ১৩ জন এবং খণ্ডকালীন হিসেবে ৭৪ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। যদিও অনুমোদিত শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ২শ' ৯ জন। এই সীমিত শিক্ষকদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিদেশে রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯শ' ২ জন শিক্ষক পদের মধ্যে ২২৪ জন অধ্যাপক, ২৯০ জন সহযোগী অধ্যাপক, ২৫৯ জন সহকারী অধ্যাপক এবং ১২৯ জন প্রভাষক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান এই শিক্ষক সংখ্যা দিয়ে বেশি হলে ৬/৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রয়োজন মেটানো সম্ভব অথচ এখানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। এই শিক্ষক- স্বল্পতার কারণে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার মান ক্রমাগত নেমে যাচ্ছে। একজন শিক্ষকের যেখানে একটি বা দু'টি ক্লাস নেয়ার কথা, সেখানে তাকে একদিনে ৪/৫টি ক্লাস নিতে হয়ে। এর জন্যে তাঁরা অতিরিক্ত সম্মানী পান না। অতিরিক্ত চাপের ফলে শিক্ষকরা লাইব্রেরী ওয়ার্ক করারও পর্যাপ্ত সময় পান না। এছাড়াও ছাত্রদের ইনকোর্স, টিউটোরিয়াল ও ফাইনাল পরীক্ষার খাতা দেখতে হয় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি। তদুপরি যে ক্লাস কক্ষটি তৈরি করা হয়েছিলো ৫০ জন ছাত্রের জন্যে সেখানে এখন প্রায় ১২৫ জন শিক্ষার্থী ঠাসাঠাসি করে বসে। ক্লাসে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি হওয়ার ফলে পুরো ক্লাসের প্রতি শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। পাঠ দানে অসুবিধা হয়। অন্যদিকে ৪/৫শ' শিক্ষকের জন্যে যে স্থান নির্ধারিত ছিলো সেখানে ৯শ' কর্মরত শিক্ষক অবস্থান করেন। অধিকাংশ শিক্ষকের নিজস্ব রুম নেই। যাতে পরবর্তী ক্লাস নেয়ার পূর্বে নিরিবিলি একটু বই দেখে নিতে পারেন।

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে এর আবাসিক চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। কারণ ২৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। শিক্ষকদেরও একটা বিরাট অংশ আবাসিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে ঠাঁই না পেয়ে অন্যত্র থাকতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্নতার ফলে শিক্ষকরা ছাত্রদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ কম পান। লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগও সীমিত হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের পাশাপাশি শিক্ষকদের এই নানাবিধ অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতা সেশন জট তৈরি করছে, কোর্স শেষ করতে বিলম্ব হচ্ছে, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। একজন শিক্ষককে চার পাঁচজন শিক্ষকের সমান দায়িত্ব পালন করার ফলে স্বাভাবিক, কাঙ্খিত ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন সেই রোগেই আক্রান্ত। কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো এবং তাদের প্রাপ্য সুবিধা না দিয়ে একজন শিক্ষক থেকে বাঞ্ছিত শিক্ষা আশা করা যায় না।